নন্দন পার্ক

‘সব বয়সের সবার বিনোদন’

লিখেছেন নোমান মোহাম্মদ

সকাল ১০.০০ : শাহবাগ থেকে চেপে বসলাম বিআরটিসি বাসে। উদ্দেশ্য নন্দন। সঙ্গে ফটোগ্রাফার। ২৪ ঘন্টা করার জন্যই আমাদের এই নন্দন যাত্রা।

১০.১৫ : ফার্মগেট থেকে বাসে উঠলো একদল ছেলে-মেয়ে। পেছনের ৮/১০টা সিট দখল করে শুরু করলো হৈ চৈ। ওরা বন্ধু। ঈদের ছুটিতে ৯ জন বন্ধু মিলে চলেছে নন্দনে। ওদেরই একজন মামুন জানালো, ‘ফ্যান্টাসি কিংডমে তো অনেকবারই গিয়েছি। এবার নতুন কিছুর সন্ধানেই নন্দন যাচ্ছি। শুনেছি

পার্কটা খোলামেলা, বিশাল। তাই সারাদিন থাকার প্ল্যান করেই যাচ্ছি।' তারা তো যাচ্ছে আনন্দ করতে, মজা করতে। সেই মজা শুরু হয়ে গেছে বাস থেকেই। ওয়াকম্যানে গান শুনছে, নিজেরা গাইছে। দু'একজন আবার চলন্ত বাসে নাচার চেষ্টাও করছে। কিন্তু তাদের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ বাসের অন্য যাত্রীরা।

১১.০০ : এসে পৌঁছলাম নন্দনে। পার্ক সর্বসাধারণের জন্য খোলা হয় সকাল ১১টায়। এ সময়ও দেখলাম গেটে লম্বা লাইন। মতিঝিল-গাবতলী-নবীনগর-নন্দন পার্ক রুটে বিআরটিসি বাসে এবং গুলিস্তান-মহাখালী-আশুলিয়া-নন্দন পার্ক রুটে বহু লোকজন এসে পড়েছে নন্দনে। এই প্রথম প্রহরেও অনেকেই এসেছেন নিজস্ব প্রাইভেট কারে। অথবা মাইক্রোবাসে। সব মিলিয়ে দর্শনার্থীদের ভিড়ে সকাল বেলায়ই জমজমাট নন্দন।

১১.৩০ : 'সব বয়সের সবার বিনোদন' এই স্লোগান নিয়ে নন্দনের যাত্রা শুরু। যাত্রা শুরুর মাত্র মাস দু'য়েকের ভেতরেই তারা তাদের স্লোগানের সার্থকতা প্রমাণ করতে পেরেছে বলেই মনে হলো। নন্দনে আগতরা সমাজের নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণী থেকে আসেনি। এখানে উচ্চবিত্তরা যেমন এসেছেন, তেমনি এসেছেন মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তরাও। শুধু প্রাণোচ্ছল তরুণ-তরুণীতে নন্দন ভরে ওঠেনি। ২ বছর বয়সের শিশু অ্যানি থেকে শুরু করে ৭০ বছরের বৃদ্ধা রহিমাও এসেছেন এখানে। সবাই যার যার পছন্দ অনুযায়ী রাইডে চড়ছেন।

১২.০০ : আশরাফ, মুকুল, আরিফ, রোমেন, মিল্টন, শফিক, সজীব, কিবরিয়া ওরা ৮ জন স্কুলফ্রেন্ড। সবাই একসঙ্গে পড়েছে রাইফেলস্ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে। এখন পড়াশোনার জন্য সবাই হয়তো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু তাদের বন্ধুত্বের বন্ধন রয়ে গেছে অটুট। তাই তো সময় ও সুযোগ পেলেই তারা একত্রে মিলিত হয়। আড্ডা মারে। কখনো কখনো দলবেঁধে বেড়াতে যায়। যেমন এসেছে নন্দনে। প্রথম দর্শনে নন্দন তাদের কাছে ভালো লেগেছে। 'তবে রাইডগুলোতে উঠলেই বুঝতে পারবো কেমন লাগবে নন্দন'- জানালেন মিল্টন। ওরা এসেছে মাত্র ২০ মিনিট আগে। মাত্র দুটো রাইডে চড়েছে। এবং আগে নন্দনে বেড়িয়ে যাওয়া বন্ধুদের কাছে যা শুনেছে, তাতে নন্দন খারাপ লাগবে না বলেই তারা মনে করে।

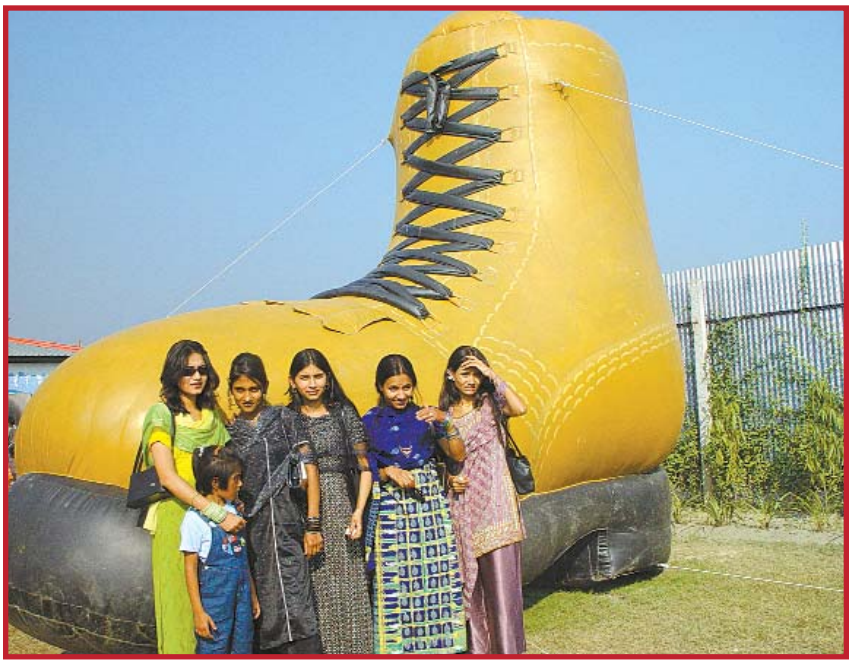

দলবেঁধে বেড়াতে যাবার জন্য নন্দন তুলনাহীন

ওয়াটার কোস্টার রাইড শেষে

১২.৩০ : ক্যাবল কার নন্দনের এক বিরাট আকর্ষণ। টিভিতে, সিনেমায় এ রকম ক্যাবল কার দেখলেও বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য এই প্রথম সরাসরি দর্শন। এর সামনের ভিড়ের কারণ তাই সহজেই অনুমেয়। ফায়েজুল হক এখানে এসেছেন স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে নিয়ে। প্রায় ২৫ মিনিট লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাবল কারে চড়বেন বলে। এই রাইডটি তার কাছে এতোটা আকর্ষণীয় কেন?

- আসলে ঠিক আমার কাছে না, আমার ছেলে-মেয়েদের কাছে আকর্ষণীয়। ওরা ঢাকা থেকেই বলে এসেছে নন্দন এসে প্রথমে ক্যাবল কারেই চড়বে। সে জন্যই এই লাইনে দাঁড়ানো। না হলে এ সময় অন্য রাইডগুলোতে চড়তে পারতাম।

১.০০ : নন্দন পার্কে আগত দু'জনের মুখেই শুনলাম যে এখানে গানের শুটিং হচ্ছে। খুঁজে বের করলাম শুটিং স্পট। ৪টি মিউজিক ভিডিওর শুটিং হচ্ছে। পরিচালক বাসুর সঙ্গে কথা হলো-

: কার কার গানের শুটিং হচ্ছে?

মনমাতানো মিউজিক্যাল ফাউন্টেন

- প্রতিশ্রুতিশীল চার শিল্পীর মিউজিক ভিডিওর কাজ করছি। শিল্পীরা হচ্ছে নির্ঝর, ফারিয়া চৌধুরী, হেমা ও আলপনা তিপি।

: কেমন লাগছে এখানে কাজ করে?

- ভালো। শুধু ভালো না, বেশ ভালো। পার্কটি বেশ কালারফুল। ভিডিওগুলোর জন্য পারফেক্ট।

: নন্দনে কি এই প্রথম কাজ করছেন?

- হ্যাঁ। তবে এখানে আসাটাও কিন্তু হঠাৎ করেই। কথা ছিলো গানগুলোর শুটিং হবে জাতীয় স্মৃতিসৌধে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। চীন থেকে একজন অতিথির নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা। সে জন্য আমরা পরিবর্তিত সিদ্ধান্তে নন্দনে চলে আসি।

: এখানে মিউজিক ভিডিওর শুটিং করার জন্য আপনাদের কি আলাদাভাবে অনুমতি নিতে হয়েছে?

- না। যেহেতু আমাদের এখানে আসাটাই হঠাৎ করে, তাই আগে থেকে অনুমতি নেবার প্রশ্নই আসে না। এখানে এসে গেটে বলতেই ওরা আমাদের বাধা দেয়নি।

: আবারো এখানে কাজ করার ইচ্ছে আছে?

- হ্যাঁ। কেন নয়? চমৎকার জায়গা। পার্ক হিসেবে কিংবা নাটক, গানের শুটিং স্পট হিসেবে অসাধারণ। আমি এখানে আবারো কাজ করবো বলে আশা করছি।

আরো কথা হলো কণ্ঠশিল্পী নির্ঝর ও ফারিয়ার সঙ্গে। তারাও জানালো নন্দন তাদের কাছে চমৎকার লাগছে।

ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় নন্দন

১.৩০ : নন্দন পার্কে আগত দর্শনার্থীরা কিছুটা ক্লান্ত। তাদের অনেকেই এই দুপুরের কড়া রোদে রাইডে চড়ছেন না। এবং এখানে সেখানে চেয়ার পেতে বিশ্রাম নিচ্ছেন। কেউ কেউ আবার এই ফাঁকে দুপুরের খাওয়ার পর্ব সেরে নিচ্ছেন। নন্দনে রয়েছে তিনটি ফুড কোর্ট। সেখান থেকে খাদ্য কিনে গাছের ছায়ায় পেতে রাখা চেয়ার-টেবিলে খাচ্ছেন অনেকে। তবে বাইরে থেকে খাবার না আনতে দেবার কারণে অনেককে বেশ ক্ষুব্ধ দেখা গেলো। কলেজ পড়ুয়া ছাত্র রায়হানের এ রকম ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া, 'এইটা কি ফাইজলামি নাকি? ওদের খাবার আমাকে কেন কিনে খেতেই হবে? আমার বাড়ি সাভার। এসেছি পরিবার নিয়ে। মা ইচ্ছে করলেই দুপুরে খাওয়াটা রান্না করে আনতে পারতেন। কিন্তু ওরা সেটা ভেতরে আনতে দেবে না। এটা কোনো কথা হতে পারে না।'

দুপুরের খাবারে ব্যস্ত ওরা ক'জন

১.৪৫ : ৪/৫ জন 'নাক বোঁচা' ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলাকে দেখে কথা বলার জন্য এগিয়ে গেলাম। কিন্তু তাদের ইংরেজি জ্ঞানের বহর এমনই যে, 'তাদের মাতৃভূমি চীন' এটা ছাড়া অন্য কোনো তথ্য তাদের কাছ থেকে জানা গেলো না। এই রিপোর্টার যেহেতু চীনা ভাষা জানে না, তাই হাল ছেড়ে দিয়ে অন্য দিকেই এগুতে হলো। ওরাও মনে হয় এতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

২.১৫ : এখন আমরা নন্দনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় রাইড ওয়াটার কোস্টারের সামনে। এর সামনেও যথারীতি বিশাল লাইন। ফারুক ও স্মৃতি একটু আগেও একবার এই রাইডে চড়েছে। এখন আবার চড়তে এসেছে। কারণটা স্মৃতি জানালো-

: নন্দনে এটাই আসলে একমাত্র চড়ার মতো রাইড। বাকিগুলো সব শিশুতোষ। বাচ্চাদের জন্য। রাইডে চড়লে ভয় লাগে না। উত্তেজনা হয় না। একমাত্র ওয়াটার কোস্টার চড়লেই ভয় লাগে, উত্তেজনা লাগে। ঘাড়ের কাছে শির শিরে একটা অনুভূতি হয়। সে জন্যই বারবার ওয়াটার কোস্টারে চড়া।

- তাহলে আপনারা আর নন্দনে আসবেন না?

: যাবো কোথায়? ঢাকা শহরে যাবার মতো খুব বেশি জায়গা তো নেই। তাছাড়া নন্দনের রাইডগুলো ততোটা পছন্দ না হলেও জায়গাটা বেশ পছন্দ হয়েছে। সারাদিন ঘোরা-ফেরা করার জন্য চমৎকার। তাই এখানে আবারো আসবো।

গানের শুটিং-এ ফারিয়া

ফারুক ও স্মৃতির মতো অনেকেই নন্দনে আসেন শুধু এক সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য। নন্দনের পুকুর পাড়ে এ রকম বেশ কয়েকটি জুটিকে একসঙ্গে বসে গল্প করতে দেখা গেলো। শাহরিয়ার যেমন জানালো, 'আমি নন্দনে এসেছি আমার গার্লফ্রেন্ড তিশাকে নিয়ে। ঢাকায় দু'জনকে যদি একসঙ্গে ফ্যামিলির কেউ দেখে, তাহলে খবর আছে। সেজন্যই ঢাকার অদূরে চলে আসা।'

- কিন্তু এখানে তো আপনাদের পরিবারের যে কেউ আসতে পারে। তারা তো এখানেও আপনাদের দেখতে পারে।

: সে রকম যদি হয়ই, তাহলে কি আর করা? টাফ লাক্।

২.৪৫ : কমলাপুর থেকে এসেছে রনি, ক্যানি, কামরুল ও পাপ্পু। সারাদিন নন্দন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জানতে চাইলে রনি মেয়েলি সুরে বললো, 'বেশ ভালো। তবে সেখানেই যাই লোকজন আমাদের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকায়। এটাই সমস্যা।' ওরা চারজনকে সবাই 'হিজড়া' বলছে। লাল চুল ও মেয়েলি কণ্ঠস্বরের কারণেই ওদের এই বিপত্তি।

রাইডের টিকেটের জন্য আগতদের লাইন

ওদের বিনোদনের খোরাক যুগিয়েছে নন্দন

৩.০০ : ক্যাবল কারের মতো আরো একটি রাইড বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো নিয়ে এসেছে নন্দন। সেটি হলো আইসল্যান্ড বা তুষার দ্বীপ। সারা জীবন বৃষ্টি দেখে অভ্যস্ত আমাদের চোখ যখন তুষার দ্বীপের ভেতরে ঢুকে তুষারপাত দেখে তখন যেন ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না। এক সঙ্গে প্রায় শ'খানেক দর্শনার্থী তুষার দ্বীপে ঢুকতে পারেন। সেখানকার মেঝে বরফের। কৃত্রিমভাবে ওপর থেকে বরফকণা ছুঁড়ে ফেলা হয় দর্শনার্থীদের ওপর। সেই সঙ্গে ছেড়ে দেয়া হয় উদ্দাম ঝংকারের সংগীত, নাচানাচি-হৈ চৈ। একেবারে কনসার্ট স্টাইল। ভেতরে লাল-নীল আলো আঁধারির খেলা। তবে এই আলো নিয়ে আপত্তি করলো রতন। সে নন্দন প্রথমবার এসেছিলো প্রায় মাস দুয়েক আগে। নন্দন যখন প্রথম চালু হয়েছিলো তখন। এসেছিলো বন্ধুদের সঙ্গে। 'তখন আইসল্যান্ড ছিলো পুরোপুরি অন্ধকার। মিউজিকের তালে তালে সবাই নাচতো। কাপল্রা দেখেছি কি চমৎকারভাবে পরস্পরের সান্নিধ্যে এসেছে। এবার তাই আমি এলাম ডার্লিং নিয়ে। কিন্তু আইসল্যান্ডের ভেতরে দেখি পুরোপুরি আলোকিত। আলো-আঁধারির খেলা থাকলে আমাদের, মানে কাপল্দের কাছে এটি জনপ্রিয় হতো।' এখনও যে কম জনপ্রিয় সেটি বলা যাবে না। বয়স ৫০ পেরনো ব্যবসায়ী সবুর আলী সস্ত্রীক ঘুরে গেলেন তুষার দ্বীপ। জানালেন তার আত্মতৃপ্তির কথা। 'বিয়ে করেছি প্রায় ২০ বছর হলো। স্ত্রী আমাকে বহুবার বলেছে তুষারপাত দেখার ওর বড় শখ। কিন্তু টাকার অভাবে আমরা কখনো বিদেশ যেতে পারিনি। দেখা হয়নি তুষারপাতও। নন্দনকে ধন্যবাদ যে তাদের কল্যাণে আমাদের বহুদিনের একটি শখ পূরণ হলো।'

৩.৩০ : লম্বা দাড়ি-টুপিসহ বেশ কয়েকজন হুজুরকে দেখে কথা বলার জন্য উৎসুক হলাম। নানা বয়সের ৭ জনের একটি দল এসেছে নন্দন ঘুরে দেখার জন্য। কথা হলো এ দলের একজন ড. তারিকের সঙ্গে। ইনি পেশায় একজন হিউম্যান মাইক্রোবায়োলজিস্ট। প্রায় ১২ বছর ধরে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী। বেশ কয়েকমাস ঢাকা থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন কিছুদিন আগে। নন্দনে এসেছেন মেয়েকে নিয়ে।

: মেয়ের জন্যই আমার এখানে আসা। বাংলাদেশে ওর বিনোদনের তেমন কোনো ব্যবস্থাই নেই। এমনকি বাচ্চাদের উপযোগী কোনো লাইব্রেরি কিংবা খেলার মাঠও এখানে নেই। সেজন্যই হুজুরের অনুমতি নিয়ে এখানে আসা।

- হুজুর....

: আমি আসলে ফুরফুরা শরীফের হুজুরের মুরিদ। তিনি অস্ট্রেলিয়া গিয়ে আমার বাড়িতে থেকেছেনও। হুজুরকে বললাম মেয়ের ইচ্ছের কথা। তিনি এখানে আসার কথা বললেন। সারাদিন তসবি জপলে তো একসময় তসবি জপাটাও বোরিং হয়ে যাবে। এরকম বিনোদনের তাই প্রয়োজন আছে।

- আপনার মেয়ে কেমন উপভোগ করছে?

: ভালোই তো। ওর নাম আনসারা। ও বেশ মজা করছে। অস্ট্রেলিয়ার পার্কের মতো না হলেও নন্দন খারাপ হয়নি। সারা দিন ঘোরার মতো জায়গা।

- এ রকম পার্কের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

: বিশেষত শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য এর গুরুত্ব অসীম। প্রত্যেক পাড়াতে পাড়াতে স্বল্প পরিসরে হলেও এরকম পার্ক

থাকা উচিত। আমার ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে এরকম কোনো উদ্যোগ নেয়া।

একটু পরেই দেখা গেলো, হুজুরদের দলটা গোল হয়ে বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছে। তারা এসেছে একটু দেরি করেই। সেজন্যই হয়তো তাদের খাওয়াটাও দেরি করে হচ্ছে।

৪.০০ : চরকা বুড়ির চক্করে রাইডটি সবার কাছে বেশ আকর্ষণীয়। ট্রেনে করে উড়াল দেয়া যায় আকাশের কাছে। তবে নিওন ও শাব্বিরকে বেশ হতাশ মুখেই রাইড শেষ করে নেমে আসতে দেখা গেলো। 'ভাই, ফ্যান্টাসি কিংডমের রোলার কোস্টারে ওঠার পর এটাকে তো পুতুল পুতুল বলে মনে হয়। ওটাতে আকাশে তুলে ধাম করে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে। আর এখানে ২ ফুট নিচেও ফেলে না। একটুও ভালো লাগলো না।' তবে নন্দনের কিছুই যে তাদের ভালো লাগেনি এমনটা নয়। ওয়াটার কোস্টার ও আইসল্যান্ড ভালো লেগেছে। ভালো লেগেছে নন্দনের পরিবেশও।

তবে মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের কর্তা হারুন সাহেবের সবচেয়ে ভালো লেগেছে নন্দনের খরচ। এতো কম খরচে এতোটা বিনোদন তিনি আশা করেননি। 'মাত্র ৫০ টাকা এন্ট্রি ফি। রাইডগুলোর টিকেট ১০, ২০, ৩০ টাকা। স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে সারাদিন তো কাটালাম। খরচ আমাদের মতো সীমিত আয়ের মানুষদের সাধ্যের ভেতরই। ফ্যান্টাসি কিংডমে যেটা ছিলো না। তাই কোনোদিন সেখানে যাবার কথা ভাবতেও পারিনি। অনেকে বলে ফ্যান্টাসি কিংডমের রাইডগুলো আরো চমৎকার। কিন্তু আমার কাছে নন্দনই ভালো। কেননা ওখানে যাবার সামর্থ্য আমার নেই।'

ফুড কোর্টগুলোতে সর্বদাই ছিলো ভিড়

৫.০০ : নন্দনে শিশুদের জন্য বেশ কয়েকটি রাইড রয়েছে। রয়েছে ফান জোন। শিশুদের জন্য ফ্রি কয়েকটি রাইডও রয়েছে। টাইটানিক রাইডে উঠে শিশু মাশিয়া পেয়েছে ডুবন্ত জাহাজের অনুভূতি। 'বাবা, বাবা দেখো জোকার হাঁটছে।'- মাশিয়ার এই চিৎকারে পেছন ফিরে দেখলাম সত্যিই তাই। একটি জোকার হেলে দুলে হাঁটছে। বাচ্চারা তার সঙ্গে ছবি তোলার জন্য ভিড় করছে। জোকারের সঙ্গে সার্বক্ষণিকভাবে রয়েছে একজন গার্ড। রাশেদ নামক এই গার্ড বললো, 'কি করমু? পোলাপান খালি জোকাররে খোঁচায়। জোকারের বডিগার্ড হিসেবেই আমি রয়েছি।' শিশুরা অনেকেই জোকারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হতাশ হচ্ছে। জোকার হাঁটছে ঠিকই। কিন্তু কথা বলে না। মাশিয়া বাবাকে ফের প্রশ্ন করলো, 'বাবা, জোকারটা কি বোবা?' ওর প্রশ্নে গার্ড রাশেদসহ হেসে উঠলো আশপাশের সবাই।

ইনা ও ফারজানার মতো প্রবাসীদের কাছে নন্দন ততটা আকর্ষণীয় নয়

৬.০০ : রহিমা বেগম। বয়স প্রায় ৭০-এর কাছাকাছি। এই বয়সেও নন্দন এসেছেন নাতি-নাতনীদের আবদার রক্ষা করার জন্য। 'ভালাই লাগতাছে, আমরা তো সারা জীবন চিড়িয়াখানা ও শিশু পার্কই দেইখা আসছি। এহন বুড়া বয়সে এইহানে আইলাম।'

- আপনার কাছে কোনটা ভালো লাগছে?

: ঐ যে আসমান দিয়া গাড়ি যায় ওইতা ভালা। আর টেরেনও মজার আছে।

এসময় নন্দন-এর প্যাডেল বোটের সামনে

শুধু রাইডে চড়া নয়, বন্ধুরা মিলে মেতে উঠেছিলো নানা খেলাধুলায়

জুটিদের প্রথম পছন্দ নন্দনের পুকুর পাড়

বেশ ভিড় লক্ষ্য করা গেলো। নন্দনের কর্মীরা জানালেন এই বিকাল ও সন্ধ্যার দিকে নৌকাগুলোতে চড়ার জন্য লম্বা লাইন পড়ে যায়। হাবিব নামে একজনকে পাওয়া গেলো যিনি পানির তুমুল ভক্ত। 'ভাই, নন্দন-এর তিনটা রাইড সবচেয়ে ভালো লাগছে। ওয়াটার কোস্টার, আইসল্যান্ড ও প্যাডেল বোট। তিনটাই পানি সংশ্লিষ্ট।' তাকে যখন জানালাম আসছে ফেব্রুয়ারিতে নন্দন তাদের ওয়াটার পার্ক চালু করছে, তখন হাবিবকে বেশ উৎফুল্ল দেখালো। 'সে সময় তো তাহলে একবার আসতে হয়। সুইমিং কস্টিউম নিয়ে আসবো, যাতে সারাদিন পানিতে লাফালাফি দাপাদাপি করতে পারি।'

রাইডগুলোর ভেতর আইসল্যান্ড কাপলদের প্রথম পছন্দ

৭.০০ : নন্দন পার্কের আগত সকল দর্শক জড়ো হয়েছে মিউজিক্যাল ফাউন্টেনের সামনে। বার বার মাইকে ঘোষণা দিয়ে সবাইকে এখানে জড়ো করা হয়েছে। 'আমায় ডুবাইলি রে আমায় ভাসাইলি রে' গানের সঙ্গে সঙ্গে পানির ফোয়ারা নাচছে। সঙ্গে নানা রঙের আলোর ছটা। আগত সকল দর্শক হৈ চৈ করছে। সে এক উদ্দাম সময়! 'যে জন প্রেমের ভাব জানে না' এই গান চলার সময় দর্শকদের উন্মাদনা যেন আকাশ ছুঁলো। দশ মিনিট স্থায়ী গানের সঙ্গে ঝরনার পানি ও আলোর নাচন দেখে যেন পূর্ণ হলো নন্দনের দর্শকদের অতৃপ্তি। 'অসাধারণ দৃশ্য! কোনো সন্দেহ নেই অসাধারণ দৃশ্য' অনুভূতি জানাতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সাগর এরচেয়ে বেশি কিছু জানাতে পারলেন না।

৭.৪৫ : নূরুজ্জামান চাকরি করেন লিমো ইলেকট্রনিক্স-এ। নন্দন-এ এসেছেন স্ত্রী, দু সন্তান, ভাগ্নি ও বোনকে নিয়ে। নূরুজ্জামান ৯ বছর আগে বিয়ে করেছেন ইউক্রেনের মেয়ে ইনাকে। তাদের দু'সন্তান এ্যামেলিয়া ও এ্যালিয়ানোরা। নন্দন কেমন লাগছে জানতে চাইলে ইনা জানালেন তেমন একটা ভালো লাগছে না। ঢাকা থেকে এতো দূরে এসে এই বিনোদন মোটেই গ্রহণযোগ্য না। নিজ দেশের অ্যামিউজমেন্ট পার্কের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বললেন এটা তো আকাশের সঙ্গে মাটির তুলনা।

নূরুজ্জামানের ভাগ্নি ফারজানা অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী। তিনি জানালেন এখানে আবার আসার কোনো ইচ্ছেই তার নেই। শুধুমাত্র সময় কাটানোর জন্য এখানে আসার কোনো মানে নেই বলে তার অভিমত।

৮.৩০ : আর মাত্র আধ ঘন্টা পর বন্ধ হয়ে যাবে নন্দন। আগত দর্শনার্থীদের ভিড় কমতে শুরু করেছে। যার যার বাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন সবাই। শফিক, তৃণা, জাভেদদের গ্রুপটি বের হচ্ছেন নন্দন থেকে। জানালেন সারাদিন তাদের বেশ ভালোই কেটেছে।

৮.৪৫ : কথা হলো নন্দন পার্কের হেড অব অপারেশন শাহ হোসেন দিলদার সাগরের সঙ্গে। তিনি জানালেন, পার্কে প্রতিদিন গড়ে ২০ হাজারের ওপর দর্শনার্থীর আগমন ঘটছে। তিনি আরো জানালেন, নিরাপত্তার জন্য নন্দনে রয়েছে ৭০ জন কর্মী, এছাড়া সাভার ও কালিয়াকৈর থানার ১০ জন পুলিশ সব সময়ই নন্দনে থাকছেন। ভবিষ্যতে নন্দনে আরো নতুন নতুন রাইড যুক্ত হবে জানিয়ে তিনি বললেন, 'নতুন রাইড না এলে পার্ক মরে যায়। আমরা নন্দনকে মারতে চাই না।' এছাড়া কথা হলো নন্দনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান নিকো পার্কের প্রজেক্ট ডিভিশনের দু' কর্মকর্তা এস ব্যানার্জি ও ইউ ব্যানার্জির সঙ্গে। তারা জানালেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্যই এই পার্ক। পার্কের দর্শনার্থীদের ভেতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজন ব্যাপকভাবে আসছে দেখে তাদের বেশ উৎফুল্ল মনে হলো।

৯.০০ : বন্ধ হয়ে যাচ্ছে নন্দন। একে একে সবাই বেরিয়ে আসছে পার্ক থেকে। আগামীকাল সকাল ১১টা পর্যন্ত এই পার্ক ঘুমুবে। আবার পূর্ণোদ্যমে জেগে উঠবে। কিন্তু মরবে না কখনো। এমন আশাবাদ নন্দনের কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সাধারণ দর্শকদেরও। আমাদের নাগরিক বিনোদনে নতুন মাত্রা নিয়ে যে পার্কের যাত্রা শুরু, সেটির অগ্রগতি যেন কখনো না থামে।

ছবি : আনোয়ার মজুমদার

ক্যাবল কার নন্দনের এক বড় আকর্ষণ